- বর্ষ ২০২১
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২০ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানে মরণোত্তর বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছে পরাণ রহমান

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে গত ০৯ ডিসেম্বর ঢাকা ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বেগম রোকেয়া পদক ২০২১ প্রদান করেন। মরহুমা পরাণ রহমানের পক্ষে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা থেকে পদক গ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মরহুমার একমাত্র ছেলে ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। উল্লেখ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান ১৯৪০ সালে ০১ জুন জন্মগ্রহণ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন। সত্তরের মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। পরাণ রহমানের ভাষায় 'মুক্তিযুদ্ধকালে ঘরবাড়ি ত্যাগ করা অসংখ্য প্রসূতি মায়ের প্রসবজনিত কষ্ট আমি দেখেছি। এ ছাড়া পাকিস্তানী বাহিনীর ধর্ষণের কারণে যেসব মহিলা গর্ভবতী হয়েছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এসব অপ্রত্যাশিত প্রসব ও প্রসূতি মায়ের যত্নের জরুরী তাগিদ থেকে আমি মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে ঘাসফুলের ব্যানারে কাজ করতে থাকি।'

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুলের আইসিএবি ও আইসিএমএবি'র বেস্ট কর্পোরেট ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ২০২০ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য ১৪টি ক্যাটাগরিতে ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ২০২০ সালে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর এনজিও ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানী হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর (বিএসইসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আইসিএসবি-এর প্রেসিডেন্ট মোজাফফর আহমেদ, এফসিএমএ, এফসিএস এবং কর্পোরেট গভার্নেন্স কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইতরাত হুসেইন, এফসিএমএ, এফসিএস। সংস্থার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছে পরাণ রহমান..... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল এর মাধ্যমে তিনি স্বপ্ন দেখতেন নারী, কিশোর-কিশোরী, শিশুসহ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও আত্মচালিত করে সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, সচেতন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়বেন যেখানে নিশ্চিত হবে ধনী-গরীব সকলের মৌলিক অধিকার। সমাজকর্মী পরাণ রহমান ১৯৭২ সাল থেকে আমৃত্যু নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'মা'দের সংগঠিত করে 'মাদার'স ক্লাব' গঠনের মাধ্যমে পুরো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি চেয়েছেন একেকজন দরিদ্র 'মা' হবেন একেকজন সফল উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত কর্মী ও সচেতন সমাজ-সংস্কারক। দুরদর্শী পরাণ রহমান শতাধিক নিরক্ষর নারীদের নিরাপদ মাতৃত্বে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ধাত্রী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা সাম্প্রতিককালে নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বটে। তিনি এসব দুস্থ মহিলাদের মহল্লায়-মহল্লায় নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের কাজের বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এতে করে ওই সকল দুস্থ মহিলারা সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ, নিজের আয়-রোজগারের পাশাপাশি সামাজিক মার্যাদাও লাভ করবে। এলক্ষ্যে সমাজের নিম্নআয়ের মানুষগুলোর পাড়ায় এসকল প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের বাড়ীর সামনে তিনি তাদের নামে সাইনবোর্ড স্থাপন করেন। তিনি নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত এসকল প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের কর্ম-জীবন, পারিবারিক জীবন নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখলেন, "তৃণমূলের রমণী"। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পরাণ রহমান থেমে থাকেননি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় খুঁজে বেড়িয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের। তিনি কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতীত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে। পরাণ রহমান মক্তিযুদ্ধে নির্যাতীত মা/বীরাঙ্গনাদের নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। তিনি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের ৭১ সালে নির্যাতীত এক কুলবধু; আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকেন। বহু প্রচেষ্টার পর একদিন তিনি এক পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে খুঁজে পান বীরাঙ্গনা খঞ্জনীকে। পরাণ রহমান "বীরাঙ্গনা" শব্দটি বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না। তিনি সবসময় দাবী করতেন, নির্যাতীত এসকল বীরাঙ্গনাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব। পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়। তিনি খঞ্জনীকে খুঁজে পেয়ে "সোনাপুরের বউ" নামে একটি ছোটগল্প লিখেন। ০৩ মার্চ ২০০০ সালে দৈনিক আজকের কাগজে "একাত্তর-এর ঘাতকদের হাতে বন্দি কোনো মানিকের বৌ" শীর্ষক একটি ফিচার লিখেন। শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২২ মার্চ ২০০০ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় নারীমঞ্চে, "কী ছিল তার অপরাধ" এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "কুমিল্লার বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর স্বীকৃতি মেলেনি এখনও" শীর্ষক দুইটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপানো হয়। তারপর তার নিজের লেখা আজকের কাগজে প্রকাশিত ফিচার এবং অন্য দুই পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন নিয়ে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র বীরাঙ্গনা খঞ্জনীর বীরত্বের স্বীকৃতি এবং সাহায্যার্থে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তার সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অবশেষে একদিন ২০১৩ সালে একটি নারী সংগঠন; নারীপক্ষ ঘাসফুলের মাধ্যমে প্রতিমাসে বারশত টাকা হারে ০১ মার্চ ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মাসিক ভাতা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে সর্বপ্রথম ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে স্থানীয় দুইটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ এবং একজন সহকারী শিক্ষকসহ পাড়া-পড়শি পঞ্চাশজনের উপস্থিতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনা আফিয়া খাতুন খঞ্জনিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়। পরাণ রহমানের লাগাতার প্রচেষ্টায় খঞ্জনী কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, অনুদান পেয়েছেন। পরাণ রহমান খঞ্জনীকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতির জন্য ঠিক মৃত্যুর পূর্বে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল-এ দলিলাদিসহ আবেদনপত্র পৌঁছিয়ে দেন। বীরকন্যা মুক্তিযোদ্ধা খঞ্জনী অবশেষে সরকারিভাবে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পান এবং মৃত্যুর পর রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় সমাধিত হন নিজগ্রামে। তিনি রাঙামাটির দুর্গম অঞ্চলের আরেক বীরাঙ্গনার খবর পেয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন, তাকে পুর্নবাসনের পরিকল্পনা হাতে নেন। দৈনিক প্রথমআলো পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিক হরি কিশোর চাকমার সাথে একাধিকবার যোগাযোগও করেছেন। কিন্ত দুর্ভাগ্য তার আগেই পরাণ রহমান চলে গেলেন, না ফেরার দেশে। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীদের কর্মমুখী করা, স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, পারিবারিক বিরোধ নিরসনসহ সমাজে নারীদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় পর্যায়ে যে সব সাহসী নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন পরাণ রহমান তাদের মধ্যে অগ্রসৈনিক ছিলেন। পরাণ রহমান অনগ্রসর সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী; হরিজনদের মূলধারায় নিয়ে আসা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, দেশীয় শষ্যবীজ সংরক্ষণ, স্বদেশী ফলজ বৃক্ষ রক্ষায় সচেতনতামূলক বহু কাজ করে গেছেন। মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার আদর্শের ভাবশিষ্য পরাণ রহমান নির্যাতীত নারীদের পাশে দাঁড়ানোসহ সামগ্রিক নারীমুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন চিরকাল। তিনি বহু স্বামী পরিত্যক্তা, নির্যাতীতা নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন, কর্মমূখী ও স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। প্রবীণদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক অধিকার ও স্বীকৃতি আদায়ে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি জাতীয় দৈনিকে সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের উদ্দেশ্যে প্রবীণদের পারিবারিক, সামাজিক এব্যং রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানের দাবী জানিয়ে লিখেছিলেন, "প্রবীণনিবাস নয়, প্রবীণদের ঠিকানা হোক আপননিবাস"। বর্তমান সরকার প্রবীণ অধিকার আইন প্রণয়ন এবং প্রবীণদের "সিনিয়র সিটিজেন" ঘোষণা দেয়ার পেছনে পরাণ রহমানের আন্দোলনের সার্থকতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি শুধু কার্যক্রম বাস্তবায়ন নয় বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। উপকুলীয় জেলেদেরও উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োজিত করার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নকর্মীদের সাথে বাংলাদেশের উন্নয়নকর্মীদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। পরাণ রহমান নব্বইয়ের দশকের (১৯৮২ সালে) প্রথমদিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণপাড়ে চরলক্ষ্যায় বে-অব-বেঙ্গল কর্মসূচীর (বিওপি) মাধ্যমে জেলেদের প্রশিক্ষণ, মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিনামূল্যে নৌকা ও জাল বিতরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ছোট পরিবার গঠন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে উল্লেখযোগ্য অনেক কাজ করেছেন।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছে পরাণ রহমান.....

২য় পৃষ্ঠার পর

পরাণ রহমান দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা তিনি লিখে গেছেন নিজের সৃজনশীল ভাষাশৈলী দিয়ে। তিনি ছোটগল্প, কবিতা, পত্রিকায় কলাম লিখে এসব ব্যক্ত করতেন। অভাব, সংকট নিয়ে হতদরিদ্র নারীরা কিভাবে সংসার করেন, কী তাদের স্বপ্ন, কী তাদের সমস্যা, সমসাময়িক অনিয়ম নিয়ে তিনি কলম ধরতেন পত্রিকায়। পরাণ রহমান ব্যস্তময় দিনগুলোর বাঁকে বাঁকে যে অবসরটুকুন পেয়েছেন ওই সময়গুলো ব্যবহার করেছেন সৃজনশীল কাজে। দেশের জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিকে লেখার পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। তার গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাতকার কিংবা কবিতায় উপলব্দি করা যায় সমাজের নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং উন্নয়নের আকুলতা। বিভিন্ন সময়ে তিনি চলমান ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক এবং ম্যাগাজিনে লিখে গেছেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সৃজনশীল কর্মকান্ডের নানা শাখায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পছন্দ করতেন। সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিলো তার লেখনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি চেষ্টা করতেন লেখনি দিয়ে নারীদের জাগিয়ে তুলতে। সংস্কৃতিচর্চায়ও পরাণ রহমানের আগ্রহ ছিলো অত্যাধিক। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসতেন। তাঁর সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর জন্মদিন পালনে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে শুরু করতেন। তিনি বলতেন সংস্কৃতিচর্চা ও লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত নারী সমাজে জাগরণ আনতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, অধিকার আদায়ে কিংবা সত্যিকারের নারী কল্যাণ সাধনে সর্বপ্রথম শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, কর্মজীবি-কর্মহীন সবধরণের নারীদের এক প্লাটফর্মে এনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ সৃষ্টি করা জরুরী। বস্তুত: তিনি তাই করতেন। পরাণ রহমান কবি, লেখক ও বিভিন্ন সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পীসহ, নাট্যচর্চাসহ শিল্পকলার একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত বেগম পত্রিকা যখন একবার অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনি তিনি ছুটে যান তৎকালীন সম্পাদক নুরজাহান বেগম এর কাছে। তিনি সাধ্যমতো আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে পত্রিকাটি চলমান রাখেন। তিনি সমাজে নারী লেখক সৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখে যান। তিনি চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘ এর উদ্যোগে নবীন লেখিকা সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। পরাণ রহমান সমাজ উন্নয়ন এর মাধ্যমে যেভাবে নারীর অগ্রযাত্রায় কাজ করেছেন তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চ্চার মাধ্যমেও নারীদের আলোকিত করায় সচেষ্ট ছিলেন। পরাণ রহমান পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠির নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ শুরু করেন নব্বইয়ের দশকে। তাদের স্বাবলম্বী করা এবং স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা ছিল প্রাথমিক কাজ। তাদের শিশু, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বেড়েউঠা এবং সুস্থ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে দেশের মুলস্রোতের সাথে সমন্বয় করাই ছিল উনার স্বপ্ন। এছাড়াও তিনি শহর ও গ্রামের দরিদ্র, হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং নির্যাতীতা নারীদের কল্যাণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। পরাণ রহমান ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে লালখানবাজার মতিঝর্ণা এলাকায় পাঁচজন অসহায় মহিলাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একহাজার টাকা হারে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করেন। ঋণ গ্রহণকারী পাঁচজনের মধ্যে চারজন নারী ঋণের টাকা দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে বছর শেষে সফলতার সাথে ঋণ পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি ঘাসফুল এর অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নারীদের আয়বর্ধক কাজে যুক্ত করে এবং স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে এ কার্যক্রমের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোট ৭১,৯৬৮ জন নারীকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে আয়মুখী করা হয়েছে। এসকল প্রান্তিক নারীদের মধ্যে আনুমানিক দশ হাজারের মতো নারী ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছে পোষাকশিল্পের মালিক, খাদ্য উৎপাদনকারী, ছোট ছোট মেশিনারীজ উপাদনকারী, গ্যাসের চুলা উৎপাদনকারী, দোকানদার, ক্ষুদ্র কুঠিরশিল্প এবং ট্রেডিং ব্যবসায়ি। এভাবে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পরিবারে এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, কর্ম-এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সন্তানদের শিক্ষা নিয়েও কাজ করছে ঘাসফুল। পরাণ রহমান সমন্বিত উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্বল্পসময়ের প্রকল্প নয়, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কর্মসূচিগুলো পছন্দ করতেন। তাইতো তিনি ঘাসফুল এর উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন যেন মানব জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় সাপোর্টগুলো দেয়া যায়। বর্তমানে ঘাসফুলে এর কার্যক্রম এতোই বিস্তৃত যে, বলা যায় মাতৃজঠর থেকে শুরু করে সৎকার/দাফন-কাফন পর্যন্ত সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, নবীনদের মধ্যে যারা সমাজসেবায়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে, মানবকল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান তাদের জন্য পরাণ রহমানের আদর্শ, পথচলার কাহিনী পাঠশালার মতো কাজ করবে। তিনি সত্যিকার অর্থেই বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামালসহ উন্নয়নযাত্রার মহীয়সী নারীদের এক সার্থক প্রতিনিধি। বাংলাদেশ সরকার বেগম রোকেয়া পদক ২০২১ প্রদানের মাধ্যমে যথার্থ একজন মহিয়সী নারী পরাণ রহমানের প্রতি রাষ্ট্রিয় সন্মান প্রদর্শন করেছেন। এজন্য ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

বেস্ট কর্পোরেট ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড অর্জন.....

১ম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে ঘাসফুল এনজিও ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) এর বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রতিযোগীতায় যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। গত ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল লা ম্যারিডিয়ানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি ও স্ট্যান্ডর্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ ও সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) সভাপতি এ কে এম দেলোয়ার হোসেন এফসিএমএ। উভয় অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন অডিট ও মনিটরিং ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ।

সিআইইউ এর শিক্ষার্থীদের ঘাসফুল পরিদর্শন;

কোভিড পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব জীবনের অনন্য সম্বল

- ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল।

'লিভ ইন ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স' ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশন কোর্সে আওতায় গত ০৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ) এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটি দল। শুরুতে সংস্থার চেয়ারম্যান ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ঘাসফুলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করেন। চেয়ারম্যান বলেন, কোভিড পরবর্তী সময়ে সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রম সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবন বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যক্ষ- পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব জীবনের অনন্য সম্বল। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী - গবেষকরা ঘাসফুল পরিদর্শন করেন বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য। ঘাসফুল বরাবরই শিক্ষার্থী - গবেষকদের জন্য অবারিত দ্বার - এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পরিদর্শনকালে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের জীবনীর উপর প্রামাণ্যচিত্র, সংস্থার কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল প্রেজেন্টেশান, বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উপর ২টি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংস্থার পরিচালক ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ ও জোবায়দুর রশীদ। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্ম্পকে অবহিত হন। পরিদর্শন দলের মধ্যে ছিলো শিক্ষার্থী জান্নাতুল নাওয়ার, সানজিদা রহমান, ফাতেমা আক্তার, সামিয়া আফরোজ, ফাবিহা বুশরা ও অমিতাভ চক্রবর্ত্তী। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিআইইউ এর ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক উম্মে হানি পিংকী ও নোয়াখালী সরকারী কলেজের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক মোঃ হাতেম আলী। পুরো অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন পাবলিকেশন্স বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, তাকে সহযোগিতা করেন কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার ও আবদুর রহমান।

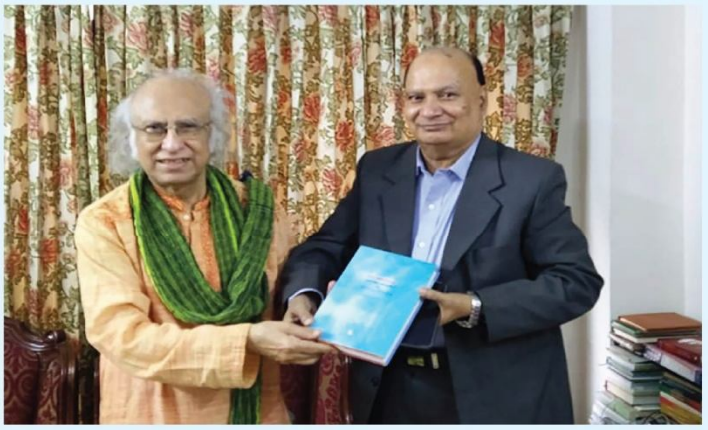

পিকেএসএফ-সভাপতি ও ঘাসফুল-চেয়ারম্যান এর সৌজন্য সাক্ষাতকার

কোভিড-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিশেষ আলোচনা

২৫ নভেম্বর পিকেএসএফ-সভাপতি ও মানবিক অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর ঢাকা ইস্কাটনস্থ বাসভবনে ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে কোভিড পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। উল্লেখ্য পিকেএসএফ এর দুই'শটি সহযোগী উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে ঘাসফুল অন্যতম। পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুল সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্টির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। গুরুত্বপুর্ণ এই বৈঠকে তারা সাসটেইনবেল ডেভলাপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়নে কোভিড-পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবেলায় বিভিন্ন সেক্টরসহ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহের ভুমিকা বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করেন। তারা বিশেষ করে এসডিজি এর চার (০৪) নং লক্ষ্য: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি এবং আট (০৮) নং লক্ষ্য: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা মনে করেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিমাণগত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন জরুরী প্রয়োজন হলো গুণগত মান অর্জন করে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত ঝরেপড়া শিশুদের শিশুশ্রম থেকে তুলে এনে বাধ্যগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে গৃহকর্মীদের বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় এনে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। এছাড়াও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনব্যাপি শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তা দেশের ছোট থেকে বড় যেকোন পেশায় নিয়োজিতদের পেশাগত উন্নয়নে বড়ধরণের ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে। যোগ্য জনবল তৈরীর পাশাপশি যথার্থ নিয়োগ, উৎপাদনমুখি প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং চাকুরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবল আনার যে প্রবণতা বা প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের দক্ষ জনবল বিদেশে চলে যাওয়া রোধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। এক্ষেত্রে তারা "ব্রেইন ড্রেইন এন্ড ব্রেইন গেইন" বিষয়ে অগ্রাধিকারমুলক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য জোর তাগিদ দেন। বৈঠকে একজন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির দৃষ্টিতে এবং অন্যজন সমাজবিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেশের সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধানের নানা উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ঘাসফুল এর সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পাবলিকেশন বিভাগের সহহারি ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস:

মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু পরিবর্তন, পাহাড় নিধন, নদী-নালা ভরাট, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন এবং পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগ প্রবণতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে দুর্যোগের নানা ধরণ। ঐতিহাসিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে চরম ঝুঁকিতে আছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূমিরূপ এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগগুলো হলো বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীর ভাঙন, পাহাড়ধস, খরা, ভূমিকম্প এবং শিল্প-কারখানা, শহরের বস্তি, বাজার ও দালানে অগ্নিকান্ড এবং বজ্রপাত। দেশে ব্যাপক অপরিকল্পিত শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দুর্যোগের ধরণ, প্রকৃতি এবং মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। তবুও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া প্রতিটি দুর্যোগের দিকে লক্ষ্য করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দুর্যোগের মাত্রা বাড়লেও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু ক্রমশ কমছে। এধরণের উন্নতির মুল কারণ হলো দুর্যোগ প্রতিরোধে নিয়োজিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জনসাধারণের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ। দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি-হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বর্তমানে বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত (সূত্র : উইকিপিডিয়া)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের মানুষ যেকোনো দুর্যোগে নিজেদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সচেষ্ট ও প্রস্তুত থাকার মনোবল অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রকৃতি দিনদিন পরিবর্তিত হওয়ায় আরো বেশী গবেষণা ও কার্যকর কৌশল নির্ধারণ জরুরী। প্রতিটি দুর্যোগে তাৎক্ষনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে দেশব্যাপি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী তৈরী করার উপর আরো বেশী জোর দেয়া প্রয়োজন। এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে সক্রিয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারলে আগামিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় আরো বেশী সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। এছাড়াও নীতি নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি নতুন যে কোন স্থাপনা বা অবকাঠামো যাতে দুর্যোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়েও আমাদের দুরদর্শীতা, জরিপ কার্যক্রমে আরো বেশী মনোযোগি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা উচিত। ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতার পর দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উদ্ভাবিত 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের ধারণা ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ঘুর্ণিঝড় পূর্ব র্কমসূচি হিসেবে এটি হাতে নিয়েছিলেন। কর্মসূচিটি আজ পর্যন্ত হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়েছে। ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরন্দ্রে মোদি এটিকে 'বিশ্বের সেরা দুর্যোগ মোকাবেলা পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন (সূত্র : উইকিপিডিয়া) । সিপিপি এর ওয়েবসাইটে দেখা যায় বর্তমানে এই কর্মসূচিতে ৭৬,১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। এটির সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। এ প্রোগ্রামটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বিশ্বের অনেক দেশ সিপিপির মডেল অনুসরণ করছে। দুর্যোগসংক্রান্ত বিশ্ব আসরে প্রায়ই সফল কার্যক্রম হিসেবে সিপিপির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন অংশীদার এনজিও, সিবিও, বেসরকারি খাতসহ সংস্থাগুলো এবং দেশের জনগণ অবকাঠামোতে দুর্যোগের ধরন, গতিশীলতা এবং প্রভাবগুলোর বিষয়ে ভালভাবে অবগত আছেন। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল; দ্রুত সাড়া প্রদান, ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও পুর্নবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের আরো একটি সামগ্রিক পদ্ধতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেখানে দুর্যোগ শনাক্তকরণ এবং প্রশমন প্রক্রিয়া, জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সমন্বিত সাড়া প্রদানের প্রচেষ্টা এবং পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনসুরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মুজিব কিল্লা তৈরি ও সংস্কার, আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, গৃহনির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেয়াসহ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে ৮৬, ৯৯৬টি দুর্যোগ সহনশীল গৃহনির্মাণ। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনাটি দুর্যোগের ঘটনা ও তীব্রতা হ্রাস করতে টেকসই উন্নয়নের জন্য একীভূত দুর্যোগ পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে, নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে দুর্যোগ প্রস্তুতির পাশাপাশি অধিকতর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। এখানে মূলত চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়গুলো হলো (১) দুর্যোগ ঝুঁকি বোঝা (২) দুর্যোগ ঝুঁকিগুলো পরিচালনা করতে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশাসনকে শক্তিশালী করা (৩) স্থিতিস্থাপকতার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ এবং (০৪) পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ড ব্যাক বেটারের কার্যকর সাড়া প্রদানের জন্য দুর্যোগের প্রস্তুতি বাড়ানো। ১৩ অক্টোবর পালিত হলো আর্ন্তজাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো; মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি, জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি। আসলেই যেভাবে দুর্যোগ বাড়ছে, রূপ বদলাচ্ছে আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে আমরা দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে না পারলে শত কষ্টে অর্জিত বাংলাদেশের সফলতা নিমেষেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদের সকল অর্জন, সকল সাফল্য এবং উন্নয়ন টেকসই করতে দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে-যে শিক্ষা আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছি।

আসুন, অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রেখে এ বছরের ঘোষিত প্রতিপাদ্য ও মূল সুরে সুর মিলিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সোচ্চার হয়ে বিশ্বমাঝে বাংলাদেশকে তুলে ধরি। এভাবেই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশ যে বিশ্বে একটি রোলমডেল তা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক, আরো বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।

সর্বজনীন শিশু দিবস

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

২০ নভেম্বর সর্বজনীন শিশু দিবস। জাতিসংঘের ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর 'শিশু অধিকার ঘোষণা ও ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর 'শিশু কনভেনশন' প্রণয়নের দিন। অতএব দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য এ দিনটি পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে ২০ নভেম্বর সর্বজনীন শিশুদিবস' পালিত হয়। সর্বজনীন শিশুদিবস এবারের প্রতিপাদ্য - 'To help Children recover learning loss due to covid-19'. শিশুদেরকে কোভিড-১৯ এর কারণে শেখার ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করা।

কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ খানিকটা স্তিমিত স্বস্তিদায়ক অবস্থায় বাংলাদেশে গত ০৪-১০ অক্টোবর পালিত হল 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২১'। এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি'। শিশু অধিকার সপ্তাহের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে ০৫ অক্টোবর কন্যা শিশু দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'আমরা কন্যা শিশু-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ি'। সরকারি বেসরকারি কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে শিশু কেন্দ্রিক পালিত-উদযাপিত দিবস সমূহ: ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস, ২০ মার্চ বিশ্ব শিশু নাট্য দিবস, ০২ এপ্রিল আন্তর্জাতিক শিশু গ্রন্থ দিবস, ০৪ জুন আগ্রাসনের শিকার নিরপরাধ শিশুদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস (* এটা পরিবর্তিত হয়), ০৭ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবরের প্রথম সোমবার), ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস, ১৯ নভেম্বর বিশ্ব শিশু নির্যাতন দিবস, ২০ নভেম্বর সর্বজনীন শিশু দিবস, ১২ ডিসেম্বর সম্প্রচারে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি। এত কিছুর পরও শিশুরা ভালো আছে, নিরাপদে আছে, শিশুবান্ধব সমাজ আমরা গড়তে পেরেছি এটা বোধহয় জোর দিয়ে বলা মুশকিল। ১৯৯০সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ-শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের মধ্যে অন্যতম। এ পর্যন্ত পাঁচবার শিশু অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেয়। আইএলও কনভেনশন ১৩৮সহ কয়েকটি ধারা স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা চলছে।

ইতোমধ্যে শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ: (১) শিশু আইন-২০১৩ (প্রথম ১৯৭৪ সালে) (২) শিশুনীতি-২০১১ (৩) শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ (৪) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ (৫) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (৬) শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) (৭) বাল্যবিবাহ আইন-২০১৭ (৮) পাচার প্রতিরোধসহ নানা বিষয়ে শিশুদের সুরক্ষামূলক আইন ও নীতিমালা রয়েছে। তাছাড়া স্বতন্ত্র শিশু আদালত ও শিশু বাজেট কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সচল রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০২১ দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ যার ৮.৩শতাংশ ষাটোর্ধ্ব - সিনিয়র সিটিজেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে যে কেউই শিশু। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০শতাংশের বেশী হচ্ছে শিশু তন্মধ্যে ১৫ শতাংশের বেশী হচ্ছে দরিদ্র শিশু। রোহিঙ্গা শিশু ও উর্দু ভাষীদের শিশুদের বিষয়টা ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

কোভিড-১৯ এর কারণে ১৮৮টি দেশের স্কুলগুলো বন্ধ থাকায় এর প্রভাব পড়েছে ১৫০ কোটি শিশু-কিশোরের উপর। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ স্কুল খুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত পুরোটা সময় স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ শিশুর লেখাপড়া ব্যাহত হয়েছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ সমগ্র এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের জরিপ বলছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে ৯১ শতাংশ শিশু ও তরুণ মানসিক চাপ ও শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। আমাদের শিশুরাও এ পরিস্থিতির বাইরে নয়। 'Impact of Covid-19 pandemic on the mental health of children in Bangladesh : A cross sectional study (Children and youth services, October 2020) সূত্রে জানা যায়, শিশুরা বিষন্নতা, উদ্বেগ এবং ঘুমের সমস্যায় ভুগছে। মাঝারি এবং গুরুতর সমস্যার হার যথাক্রমে ১৯.৩ শতাংশ ও ৭.২ শতাংশ। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার'র বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। পৃথিবীর যে দুটি দেশ করোনাকালীন দীর্ঘ ১৮ মাস সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখাকে সহজ ও নিরাপদ সমাধান ভেবেছে বাংলাদেশ তার একটি। এভাবে ক্রমাগত দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ রাখার পরিণতিতে Education loss শিক্ষার ক্ষতি, বিশেষজ্ঞদের মতে মারাত্মক ক্ষতি, যা সহজে পূরণ হবার নয়। চরম ঝুঁকিতে ফেলে দেয়া হয়েছে একটি প্রজন্মকে। এতে শিশুর পড়ালেখার ক্ষতি, মানসিক দুর্দশা, স্কুলের খাবার ও টিকা না পাওয়া, কাঠামোগত শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ জ্যামিতিক হারে বেড়ে গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে দারিদ্র ১ শতাংশ বৃদ্ধিতে শিশুশ্রম ০.৭০ শতাংশ বাড়বে। নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে ৪৩ শতাংশ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৪ শতাংশ শিশু পরিবারে কঠিন খাদ্য সংকটের কথা বলছে। ইউনিসেফের এক গবেষণা বলছে ২০২০সালের মহামারির পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে কিশোরীদের বিয়ের হার বেড়েছে ১৩ শতাংশ। ইউনিসেফের তথ্যে জানা যায় করোনা ভাইরাসের মহামারিকালে বিশ্বে প্রায় ১১ কোটি ৬০ লাখ শিশুর জন্ম হবে এর মধ্যে প্রায় ২৪ লাখ শিশু জন্ম নিবে বাংলাদেশে। ২০২০ সালে করোনাকালে শিশু মৃত্যু বেড়েছে ১৩ শতাংশ এ হার দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে তৃতীয়। নবজাতকের মৃত্যু বাড়ার হার প্রায় ১০ শতাংশ এবং মাতৃমৃত্যু ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সূত্রে জানা যায় ২০২১ সালের অক্টোবর মাসেই ১৩৮০ জন কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ১২৪২টি বাল্যবিবাহ হয়েছে।

◢ বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্বজনীন শিশু দিবস..... ৫ম পৃষ্ঠার পর

কোভিডের প্রভাবে দারিদ্র, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝোঁক বেশী, রিভার্স মাইগ্রেশন (শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া) যেমন বেড়েছে তেমনি বৈষম্যও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় গত ছয়মাসে ৬ হাজার লোক কোটিপতি হয়েছে।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গর্ভন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) যৌথ জরিপ সূত্রে জানা যায়, দেশে করোনাকালে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে, ২০২১ এর মার্চ মাসে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ অর্থাৎ গত ছয়মাসে নতুন করে ৭৯ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এ বছর এপ্রিল মাস থেকে চলাচলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওয়া সরকারের বিশেষ বিধি নিষেধ আরোপের পর দরিদ্রের এ সংখ্যা বেড়েছে। আইএমএফ'র প্রাক্কলন অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৬ শতাংশ সর্বোচ্চ।

Demographic dividend - জনমিতিক সুফল ১৯৭৮-২০৩৩ সাল অর্থাৎ ৫৫ বছর আমরা ভোগ করছি। বাস্তবতা হচ্ছে বয়স্ক মানুষের দেশে পরিণত হতে সময় লাগবে মাত্র ১৮বছর অর্থাৎ - ২০৫০-২০৫১ সালের দিকে। জনমিতিক সুবিধার পরিসর কালেই শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, শিশুদের জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে বয়স্কদের সুরক্ষা, কারণ পরিণত বয়সে শিশুরাই তো দেখাশোনা করবে বয়স্কদের। শিশুদের শিক্ষা ও প্রারম্ভিক বিকাশে যত্নবান হওয়া জরুরী। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক প্রযুক্তিমুখী করা দরকার, সে সাথে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা ও দক্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দিতে হবে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়, আর ৫২ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়। উপেক্ষিত বয়ঃসন্ধিকালে (১০-১৪বছর)। শিশশ্রমে যুক্ত ৩৪.৫০ লক্ষ শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত ১৩ লক্ষ শিশু। Out of School ৩০লক্ষ শিশু। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ২০১৯ সালের মার্চের 'শিশু জরিপের তথ্য' অনুযায়ী চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে ৬০ হাজার শিশু এ সংখ্যা বর্তমানে বাড়বে সেটা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়। রেশম, ট্যানারি, গ্যাস, শীপ রিসাইক্লিং, সিরামিক, চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা এই ছয়টি খাতকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়। ইতোপূর্বে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্প ও চিংড়ি খাতকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত করার অঙ্গীকার থাকলেও ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ১ লাখ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১১২টি এনজিও'র সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি সই করেছে শ্রম মন্ত্রণালয় এবং ২০৩০সালের আগেই শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গঠনের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে সরকারের যদিও সংশিষ্ট অংশীজনদের মতে বাস্তবতা ভিন্ন এবং সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অথচ SDG Goals – ৮ হচ্ছে 'Decent Work and Economic Growth' শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব?

শিশুশ্রম তো শিশুর জন্মের মতোই একটি চলমান প্রক্রিয়া-এটা সমাজ কাঠামোগত সমস্যা। বাংলাদেশের বিদ্যমান শোষণ ভিত্তিক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করে শিশু, নারী, প্রান্তিক জনগণ এক অর্থে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একটি অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদ্যমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মাঝে মধ্যে আমরা সংস্কার-ঝালাই (Tinkering) করে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হই যা প্রকৃত অর্থে মানুষের মুক্তির জন্য যথাযথ নয়। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট বলেন, '১৮ মাস বন্ধ রাখার পর বাংলাদেশে এখন যখন স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, তখন সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে শিক্ষার ক্ষতি (Education loss) পুষিয়ে নিতে শিশুদের সাহায্য করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনো ঘাটতি রাখা উচিত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ও ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়ে আনতে বিনিয়োগ করার এখনই সময়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) হিসাব অনুযায়ী সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এশিয়া অঞ্চলে ১.২৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, যা এই অঞ্চলের ২০২০ সালের মোট জিডিপি'র ৫.৪ শতাংশের সমান। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার পর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে শিশুদের মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে, স্কুলে যাওয়া কিংবা পাঠক্রমের প্রতি আগ্রহ নেই, পড়ালেখার কথা বললেই মা-বাবা এমন কি শিক্ষকদের সাথে শোভন আচরণ করছে না - অসহনশীল, খিটমিটে এবং রাগান্বিত। স্কুলের নিয়ম কানুন সব ভুলে গেছে, ক্লাসে ঘুমাচ্ছে, ইচ্ছেমতো ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, স্কুল ড্রেস ব্যবহারের নিয়ম মানছে না, এমন কি শিক্ষকের সাথে কথা বলার সময় যে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয় সে আদবটা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে। করোনাকালে অনলাইন ক্লাসে অংশ নেয়ার জন্য সামর্থ্যবানরা শিশুদের বেশি সক্ষমতা বা স্পেসিফিকেশনের দামি স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার কিনে দিয়েছে। এ সুযোগে সন্তান অনলাইন গেমসহ যৌন উত্তেজনা উদ্দীপক যাবতীয় বিষয়ে আসক্ত হয়ে গেছে এখন পড়ালেখার কথা বললেই তেড়ে উঠছে, সাইবার বুলিং এর শিকার হচ্ছে অনেক শিশু। অভিভাবকদের উচিত ছোটদের জন্য নিরাপদ অনলাইনের ব্যবস্থা করা এবং তারা কি দেখছে সেটা নজরদারি করা। সে ক্ষেত্রে Restricted Board বলে একটা অপশন থাকে YouTube সহ প্রতিটি Platform এ। এটা চালু থাকলে ১২ বছরের কম বয়সীদের জন্য উপযোগী নয় এমন Content দেখায় না। শিক্ষক, অভিভাবকদের অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে শিশুদের পাঠোদ্যমী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা দর্শনই তো বলে 'Learn, Unlearn and Re-learn' 'শেখো, ভুলে যাও, আবার শেখো'। মনোবিদরা বলছেন সহিংসতাপূর্ণ গেম খেলে এদের কেউ কেউ সহিংসতা বা জঙ্গিবাদে ঝুঁকে পড়ার আংশকাও রয়েছে। মনোবিদ ক্রেইগ এ অ্যান্ডারসন'র অভিমত, 'এধরণের গেম বিরোধ পরিস্থিতির সহিংস সমাধান শেখায়। বাস্তব জীবনে এমন পরিস্থিতি তৈরী হলে সহিংস হয়ে ওঠার আশংকা তৈরী হয়'। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত গেম আসক্তির কারণে শিশুর মানসিক জটিলতা ও শারীরিক সমস্যা হতে পারে। এ সর্বনাশা আসক্তি থেকে বাচ্চাদের ফেরাতে হবে - গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায় পাবজি গেইম খেলার প্রলোভন দেখিয়ে ৬ শিশুকে বলাৎকার করে বর্তমানে শ্রীঘরে আছে যশোরের অভয় নগরের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নিজাম আকুঞ্জী (দৈনিক সমকাল, ২৭ অক্টোবর ২০২১)।

পিপিআরসি - বিআইজিডি'র গবেষণায় জানা যায় গ্রামে ৪৪শতাংশ পরিবারে এবং শহরের বস্তিতে ৩৬ শতাংশ পরিবারে অনলাইন শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে - উবারপব উপকরণ দরকার তার ব্যবস্থা নেই যা ডিজিটাল ডিভাইড (Digital Divide) নামে পরিচিত। এই বৈষম্য-অসমতা আমাদের শোষণমূলক সমাজ কাঠামোর কারণেই সৃষ্ট। কোভিড দ্বিতীয় ঢেউ পরবর্তী বাস্তবতায় শিশু নির্যাতন, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে যেমন নজর দেয়া জরুরী, তেমনি জরুরী সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে শিশুর সৃজনশীলতা, বিকাশ এবং আনন্দময় পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষায় গড়ে তোলা। `Reimagining the future of Children's ' - শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে নতুন করে ভাবুন - শোগানটি দিন দিন বুলন্দ হচ্ছে। আমি আপনি যেভাবে বেড়ে উঠেছি সে পৃথিবী বদলে গেছে এবং পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত তীব্র। কাজেই পরিবর্তিত বাস্তবতার নিরিখে শিশুদের সেবা ও চাহিদা পূরণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা সময়ের দাবী।

সুকান্তের ভাষায় -

'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'।

এ অঙ্গীকার একজন সুকান্ত ভট্টাচার্যের নয়, এ অঙ্গীকার সমগ্র মানব জাতির।

আসুন 'সর্বজনীন শিশুদিবস ২০২১' এ শিশুবান্ধব বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

লেখক : সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান ঘাসফুল।

ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় বক্তরা

বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী হবে শিক্ষার্থীরা

ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গত ১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ঝাউতলা ত্রিধারা ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে ব্র্যাকের সহযোগিতায় দিনব্যাপি বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম এর অধীনে একটি পাইলট প্রকল্প চট্টগ্রাম শহরে ২০১৭ সালে সেপ্টেম্বরে প্রথমশ্রেণি দিয়ে শুরু হয়। এবং উক্ত কর্মসুচি'র ১৪২ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৯২৬ জন শিক্ষার্থীর পঞ্চমশ্রেণির সমাপনীতে এ বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় মোট ১৩টি স্কুলের ১৩ টি উদ্ভাবনী প্রদর্শনীর মাধ্যমে তেরটি গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, 'ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে, বিশেষ করে কোভিডকালীন শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুচারুভাবে পড়িয়েছেন বলেই লেখাপড়ার গুণগতমাণ তারা ধরে রাখতে পেরেছে। আজ যে এখানে বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে, তা অন্য তিনটি সংস্থার বিজ্ঞান মেলার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করছি"। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের উপপরিচালক (প্রশাসন) মফিজুর রহমান ও ব্র্যাক প্রতিনিধি কোয়ালিটি ও মনিটরিং ম্যানেজার আব্দুল আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম এর সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের ট্রেইনার জোবায়দুর রশীদ। উদ্বোধন শেষে অতিথিবৃন্দ মেলায় স্টলগুলোতে শিক্ষার্থীদের করা বিভিন্ন উপস্থাপনা ঘুরে দেখেন। মেলায় ঘাসফুলের ৭০টি স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা ও স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শন করেন। বিকাল সাড়ে তিনটায় সমাপনি অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চান্দগাঁও থানার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল হাসান, বিভাগীয় সমাজসেবা অফিসের সহকারী পরিচালক শাহি নেওয়াজ, ব্র্যাকের বিভাগীয় প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন) মফিজুর রহমান, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ প্রমুখ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী বলেন, আমি আশা করছি এ ধরণের চর্চায় শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহি হয়ে উঠবে। তিনি বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, জ্ঞানচর্চার প্রতিটি শাখায় আমাদের শিশুদের অংশগ্রহণ জরুরী। তিনি তৃণমূলের এসব শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে বলেন, ঘাসফুল একটি শিশু বান্ধব সংগঠন। প্রতিটি শিশুর মাঝে যে সুপ্ত মেধা লুকিয়ে আছে তা জাগিয়ে তুলতে আমরা কাজ করছি। জনাব চৌধুরী ঘাসফুলের সমাজ পরিবর্তনের এসব উদ্যোগে ব্র্যাক, সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আরো যে সকল দপ্তর কাজ করছে সকলকে সহায়তার হাত প্রসারিত করার আহবান জানান। ঘাসফুল-চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট উন্নয়ন সংগঠক মরহুম শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে বেগম রোকেয়া পদকে ভুষিত করার জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশের পুনর্গঠন যে নারী রিলিফওয়ার্ক দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই পরাণ রহমান ঘাসফুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমৃত্যু নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যান। এই পুরস্কার তার প্রাপ্য ছিলো। তিনি আরো বলেন, পরাণ রহমান একজন নারী নয় বরং তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। আজ ঘাসফুলের প্রশংসিত উন্নয়ন কর্মকান্ডই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যান্য বক্তারা বলেন, "দেশে বিজ্ঞানচর্চা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বিজ্ঞান চর্চা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এধরণের বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানানো হয়।" বিজ্ঞান মেলায় যে সব উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যে সকল ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তা হলো: ডুবাইওয়ালা কলোনী কেন্দ্রের ভূগোলকের মাধ্যমে দিবা-রাত্রি দেখানো, ত্রিধারা ক্লাব কেন্দ্রের বীজের অংকুরোদম পরীক্ষা, ঘোষ কলোনী কেন্দ্রের পানির বিশুদ্ধকরণ পরীক্ষা, ২নং গেট তুলাতলী কেন্দ্রের পানির ঘনত্ব, রৌফাবাদ কলোনী কেন্দ্রের বায়ুর ওজন আছে ও জায়গা দখল করে প্রদর্শন, ১ নং ঝিল কেন্দ্রের সৌরজগৎ, পশ্চিম খুলশী মুক্তিযোদ্ধা আবাসিক কেন্দ্রের অক্সিজেন পরীক্ষা, চুনা ফ্যাক্টরী কেন্দ্রের গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, পূর্ব টাইগারপাস কেন্দ্রের জুম চাষ, কর্ণেল জোন্স রোড কেন্দ্রের পিস ট্রি, গোলপাহাড় ফিরোজশাহ কেন্দ্রের টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, গোলপাহাড় কেন্দ্রের তাপ পরিবহন, নিউ শহিদ লেন মন্দির কেন্দ্রের আলোর প্রতিসরণ। দিনশেষে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে গোলপাহাড় ফিরোজশাহ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে চুনা ফ্যাক্টরী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, তৃতীয় স্থান অধিকার করে রৌফাবাদ কলোনী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বায়ুর ওজন আছে ও জায়গা দখল করে প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ১ম, ২য় ও তয় স্থান অধিকারীসহ সকলকে শান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। মেলায় শিক্ষার্থীদের সাথে মেন্টর হিসেবে কাজ করেন, ঘাসফুলের আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম এর সুপারভাইজার গুলশান আরা, বিদ্যুৎ দেব, ফরিদা ইয়াসমিন, জোবায়দা গুলশান আরা, মোঃ আলি, আসাদ চৌধুরী, সৌরভ হায়দার শাওয়াল, গোলজারুন নেসা, রেহানা বেগম, নাজিম উদ্দিন, নুরুল আজিম, নাসরিন সুলতানা।

ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি'র জঙ্গল ছলিমপুর সেন্টার পরিদর্শন

গত ২৭ নভেম্বর ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রাম পরিচালিত সুবিধাবঞ্চিত ঝরেপড়া শিশুদের বায়েজিদ লিংক রোডস্থ আকবরশাহ থানাধীন জঙ্গল ছলিমপুর সেন্টার পরিদর্শন করেন ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার বিদ্যুৎ বাবু, শিক্ষিকা ইমু, অতিথি সজল নাথ, স্থানীয় মহল্লা সর্দার শাহ আলমসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঘাসফুল আউট অফ স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি'র উদ্যোগে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন

গত ৫ অক্টোবর ছিল বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এ বছর শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য 'শিক্ষা পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষক'। ব্র্যাকের স্লোগান ছিলো আমার শিক্ষক সবার সেরা, আমার অনুপ্রেরণা- হ্যাপি টিচার্স ডে'। চট্টগ্রামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়। বিশ্বের এবং দেশের সব শিক্ষকের অবদান স্মরণ করার জন্য ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির আহ্বানে ঘাসফুল দিবসটি পালন করেন নগরের মাঠ পার্যায়ে । দিবসটি উপলক্ষে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির কর্ম-এলাকায় সকাল থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফুল, পোস্টার, পেকার্ড ও ফেস্টুন দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসটি উদযাপনে সকল শিক্ষক, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির সকলস্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও জন প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপনে শিক্ষকরা অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড,আর সেই মেরুদন্ড গঠনের কারিগর শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক হলেন আলোর দিশারি, একটি জাতির পথপ্রদর্শক। আবার অনেক অভিভাবক বলেন, পিতা-মাতা পরে শিক্ষকের স্থান। শিক্ষক বাপ্পিদাশ অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, 'শিক্ষা' শব্দটি আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। আর যাদেরকে আমরা শিক্ষা প্রদান করি তারাই আমার দেশের ভবিষৎ। আজকের দিনটি আমার জন্য অনন্য এই কারণ-আমার শিক্ষকতা জীবনে এরকম সম্মানিত সারপ্রাইজিং কোনদিন হয়নি-যা আমার জন্য স্পেশাল। শিক্ষক দিবসে প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকরা শুধুই ছাত্রদের শেখাবেন তা নয়, জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতার পাশে দাড়িয়ে উৎসাহ দেবেন। সাফল্যের পথে নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেবেন। তিনি জীবনে শুধু সফল নয় একজন ভাল মানুষ হতে শেখাবেন। প্রতিটি সফল মানুষের পিছনে রয়েছেন একজন আদর্শ শিক্ষক।"একটি মানুষের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পিতামাতার পরেই শিক্ষকের অবস্থান। জাতি গঠনের হাতিয়ার তাঁরা। তাদের অবদান অনস্বীকার্য। আমার শিক্ষক সবার সেরা আমার অনুপ্রেরণা- হ্যাপি টিচার্স ডে। শিক্ষক দিবসে এই মহান পেশায় নিয়োজিত সকল শিক্ষকদের জানায় গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এর

"দ্যা রোল অব এফএনবি ডিউরিং কোভিড-১৯ পেনডামিক" শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন

ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এর আয়োজনে গত ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম কাজীর দেউরীস্থ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় "দ্যা রোল অব এফএনবি ডিউরিং কোভিড-১৯ পেনডামিক" শীর্ষক এক কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এ. এস. এম. জামসেদ খন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম ডাঃ মোঃ ইলিয়াস চৌধুরী, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম'র উপপরিচালক মোঃ শহীদুল ইসলাম, বিএনএফই এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। সভাপতিত্ব করেন এফএনবি, চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি এবং ঘাসফুল এর সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অপকা এর নির্বাহী পরিচালক এমডি. আলমগীর এবং তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন পরিচালনা করেন এফএনবি, চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক এবং ব্র্যাক'র চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার।

নিরাপদ আম উৎপাদন, প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) এর উদ্যোগে গত ১১ নভেম্বর নওঁগা নিয়ামতপুর উপজেলাস্থ স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'নিরাপদ আম উৎপাদন, প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলার ৪নং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, কনসালটেন্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন BARI এর ফল বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরফ উদ্দিন, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী ও ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক ও সেপ ফোকাল পার্সন মোঃ সাইদুর রহমান খান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার আম চাষীগণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছেরসহ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ ও এসইপি প্রকল্পের কর্মচারীবৃন্দ।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে সাপাহার শাখায় 'বাগানবিলাস ও জইবিল পরিবেশ ক্লাব'র ০৩টি করে ০৬টি ও নিয়ামতপুর শাখায় 'নিয়ামতপুর ও শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ২টি করে ০৪টি মোট দশটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে বাগানের পরিবেশ প্র্যাকটিস, আমজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্যোক্তা নির্বাচন, জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার এবং উপকারিতা, আম বাজারে পাবলিক টয়লেট স্থাপন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। উভয় শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাব সভাপতি সাপাহার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী ও মোঃ রফিকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর উপজেলায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাব সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও মোঃ শরিফুল ইসলাম তরফদার। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

ঋণগ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে গত ২২-২৩ নভেম্বর দুইদিন ব্যাপী "পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি" শীর্ষক শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আম বাগান পরিচর্যা, নিরাপদ আম দেশে-বিদেশে প্রিমিয়াম মার্কেটে বাজারজাতকরণ বিষয়ে অবহিত করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন সাপাহার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মুজিবর রহমান ও BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার। এতে ২৩জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক পরিচিতিমূলক সভা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক পরিচিতিমূলক সভা গত ১৩ অক্টোবর নিয়ামতপুর শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওঁগা জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ শফিউল আলম। তিনি বাগান / উদ্যোগের পরিবেশগত দিক নিয়ে নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলার পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

কুদরতে খোদা মোঃ নাছের
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি

নিরাপদ আম চাষে রোল মডেল
মোহাম্মদ মকবুল হোসেন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁর নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার অনেক আমচাষী আমচাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ঘাসফুল শুধু কৃষককে আর্থিক সহযোগিতা নয় সরাসরি এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বিষমুক্ত আম উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আমচাষে উদ্বুদ্ধ করছেন। মোঃ মকবুল হোসেন এমনই একজন উদ্যোক্তা। মোঃ মকবুল হোসেন সাপাহার উপজেলার তুলশীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন আম বাগানী। আম চাষ করার পাশাপাশি মোঃ মকবুল হোসেন স্থানীয় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি এই পেশায় আসেন। ২০১৪ সালে খুবই স্বল্প পরিসরে মাত্র ৫ বিঘা জমিতে ফজলি ও আম্রপালির বাগান শুরু করেন। আম চাষে আধুনিক ও নিরাপদ পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে গতানুগতিক পদ্ধতি আম চাষ করতেন।

২০২১ সালে ঘাসফুল সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ (এসইপি) প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন ও ঘাসফুল থেকে ১৫০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাগান ব্যবস্থাপনায় খরচ করেন। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি ঘাসফুল আয়োজিত নিরাপদ পদ্ধতিতে আম উৎপাদন ও বিপণন এবং বাগান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান নিরাপদ আম উৎপাদনে কাজে লাগান। ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে তিনি নিরাপদ আম চাষে বাগানে আমের ব্যাগিং, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ও বু ফাঁদের ব্যবহার করেন। পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে মাসকালাই, সরিষা চাষ করে বাড়তি আয় করেন। এবং বাগানে পরিবেশবান্ধব ঘেরা হিসেবে অরহর বীজ বপণ করেন। উনার এসব কার্যক্রম এলাকায় সাড়া ফেলে এবং অন্যান্য চাষীরা পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আম চাষে আগ্রহী হয়। বিভিন্ন সময় স্থানীয় আম চাষীরা উনার নিকট আম চাষ সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহন করতে আসে। নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আম চাষ করায় মোঃ মকবুল হোসেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘাসফুল এই প্রকল্পের উপ-প্রকল্প প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বিষমুক্ত আম উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু পূর্ণিমা আক্তারকে

ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের শিক্ষাবৃত্তির চেক বৃত্তি প্রদান

উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর ঝরেপড়া ও আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু পূর্ণিমা আক্তারকে সংস্থার স্কলারশীপ ফান্ডের মাধ্যমে স্কুল উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয় । এ উপলক্ষে গত ১০ নভেম্বর ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার পরিচালক অপারেশন মো: ফরিদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের স্কুল উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক জনাব মো: জুলফিকার আমিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান ও অর্থ ও হিসাব বিভাগ'র উপ পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সহকারি পরিচালক বলেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে পিছনে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘাসফুল সকলকে সাথে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করছে, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগ বরাবরই আলাদা এবং ব্যতিক্রম। সরকারের সহযোগি হিসেবে ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগতমানের সাথে সমন্বয় রেখে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে থাকা সংগঠন হিসেব এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছে, যা আগামিতেও কাজের মাধ্যমে ধরে রাখবে এবং চলমান থাকবে আশা করছি।

শামীম রহমান রুবা'র ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত

ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমানের ৩য় কন্যা শামীম রহমান রুবা'র ১ম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১৪ নভেম্বর। এ উপলক্ষে গত ১৩ নভেম্বর ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে দোয়া পাঠ করেন মরহুমার বড় বোন ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ ও মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ শিখা জামান। স্মরণসভায় অনুভূতি প্রকাশ করেন মরহুমার কন্যা ডাঃ শাবানা চৌধুরী ও সীমা খান, এমিলিয়া, নাহিদ হানিফ, ডা. ফারুক আযম, ঘাসফুল'র নির্বাহী কর্মর্তা ও মরহুমার একমাত্র ভাই আফতাবুর রহমান জাফরী। এছাড়াও মোনাজাতে অংশ নেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ও মরহুমার ছোটবোন ঝুমা রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও মরহুমার মায়ের সহপাঠী প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, ফজলুল হক মামুন, মিস তানাজ ও ঘাসফুল'র উপপরিচালক মফিজুর রহমান। স্মরণসভায় রুবা রহমানের বর্নাঢ্য জীবন'র উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। উক্ত দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভায় দেশ-বিদেশে অবস্থানরত মরহুমার স্বজনেরা অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল'র ফেইসবুকে অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করা হয়।

হাটহাজারীতে ঘাসফুল এর প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

সকলের সহবস্থান ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। যুবসমাজই পারে আগামীর সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সকল জাতিগোষ্ঠী শ্রেণী পেশার মানুষের সহবস্থান ও যুবসমাজের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। ইউএনডিপি'র সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Diversity for Peace প্রকল্পের আওতায় গত ২৫ অক্টোবর হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নস্থ ফজলুল কাদের চৌধুরী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে গঠিত ০৬টি দলের মধ্যে ০২টি দল হালদা ও কর্ণফুলীর মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর পরিচালক মোঃ ফরিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য মোঃ কাইয়ুম, মোঃ শুক্কুর, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও এসডিপি ফোকাল মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, ইছাপুর খেলোয়াড় সমিতির সভাপতি মোঃ কাজী মনজুর আলম, উপদেষ্টা আনোয়ারুল আজিম মাসুম, সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম, সারাক্ষণ বাংলাদেশের সম্পাদক মোঃ মোজাফফর,ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও Diversity for Peace প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে হালদা দল ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিজয়ী হয় এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ী ও রানারআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। খেলা

পরিচালানার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন রেফারী মোঃ আজিম উদ্দিন আরজু এবং সহায়তায় করেন ইছাপুর খেলোয়াড় সমিতি।

স্মৃতি ত্রিপুরা

যুব প্রতিনিধি, সোনাই ত্রিপুরা পাড়া, ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন

সমাজ মানুষ গড়েনা, মানুষই সমাজ গড়ে

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে জন্ম নিলেও এখনো আমাদের মাঝে গড়ে উঠেনি মানব প্রেম, জীব প্রেম তথা সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি সমান মানবিকতা দেখানোর অভ্যাস। আমরা হাটহাজারীর অবহেলিত সোনাই ত্রিপুরা পাড়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে জন্ম নিয়ে বুঝেছি পৃথিবী কত কঠিন ও কঠোর। আমি ব্যক্তিগত জীবনে ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। পিতার আদর ভালবাসায় বড় হলেও সবসময় কিছু অপূর্ণতা আমাকে প্রতিনিয়ত লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে উৎসাহিত করত। আমি বর্তমানে একটি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত থাকলেও আমার গড়ে উঠেনি তথাকথিত জাকজমকপূর্ন কোন বন্ধু মহল। হাতেগনা দুই একজন বন্ধু হলেও নিজের মত প্রকাশ করলে সেই বন্ধু মহলে খুব বেশী গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আমার মত বন্ধুদের পছন্দ না হলে আমাকে শুনতে হতো সম্প্রদায়ের ভিন্নতার কথা। তবুও চলে যাচ্ছে জীবন নিজ গতিতে। এরই মাঝে সাম্প্রতিক সময়ে ঘাসফুল ও হারস্টোরী ফাউন্ডেশন কর্তৃক হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে উরাবৎংরঃু ভড়ৎ চবধপব নামক একটি প্রকল্প নিয়ে শান্তির দূত হয়ে প্রকল্পটির প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ আজাদ মোরশেদ ও হ্যাপি বড়ুয়া নামক দুই উন্নয়ন কর্মী আসে আমার জীবনে। তাদের সাথে নিয়ে মিশতে শুরু করলাম আমার এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে যুব,বৃদ্ধ,ধর্মীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি যেখানেই যাচ্ছি প্রথমে সকলে একটু আড় চোখে দেখে কার্যক্রমের সাথে আমার সংশ্লিষ্ঠতা বুঝতে চেষ্টা করে। যখনই বুঝতে পারে আমি এ প্রকল্পের আওতায় যুব প্রতিনিধি হিসেবে (ইউথ এ্যাম্বাসেডর) ঘাসফুলকে সহায়তা করছি তখনই আমার প্রতি তাদের সহানুভূতি ও আন্তরিকতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আমিও ধীরে ধীরে এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করলাম,উপলব্ধি করতে শুরু করলাম নিজেকে আড়ালে রেখে জীবন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয় তাই সমাজের মূলস্রোতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আজ আমি বুঝতে পারছি জাতি,ধর্ম,বর্ণ, শ্রেণী বলতে কিছুই নাই। বন্ধুর আড্ডায় নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। সমাজকে বুঝাতে হয় আমিও মানুষ। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আমি এই প্রকল্প হতে জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমার শিক্ষা জীবন, সামাজিক জীবন তথা পারিবারিক জীবনে যে শিক্ষা অর্জন করেছি এই প্রশিক্ষণ হতে তা বাস্তবায়নের কৌশল আয়ত্ত করেছি। এ প্রশিক্ষণ আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। যার মাধ্যমে আমি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মিশে চলার দক্ষতা অর্জন করি। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় আমি প্রশিক্ষণে অধিক মনোযোগী থাকতাম, যেন নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো সম্ভব হয়। আমি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ কারার পর উপলব্ধি করতে পারি নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ কতটা প্রয়োজন। আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে কখনো প্রশিক্ষক হিসেবেআবার কখনো সিনিয়র প্রশিক্ষকদের সহায়তাকারী হিসেবে এই প্রকল্পের যুবসমাজের জীবন দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমার নিজ ইউনিয়ন এর মূলস্রোতের বাসিন্দাদের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক উন্নয়ন এবং আমার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জনগণের নিকট অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন যুব নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আমি আমার ত্রিপুরা পল্লীর যুব সমাজের নিকট আইডল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি। আমি এধরনের প্রকল্প বাস্তবয়নের জন্য ঘাসফুল ও ইউএনডিপির নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আরো জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসলে আমাদের এই অবহেলিত জনপদে শান্তির বার্তা পৌঁছাবে। মূলস্রোতের বাহিরে থাকা মানুষগুলো সকল বৈষম্যের শৃংখল ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে এই সমাজে, এ রাষ্ট্রে নিজ নিজ মাথা উচু করে এই প্রত্যাশা করছি।

ঘাসফুল এর উদ্যোগে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন;

ইতিহাসে শেখ রাসেল অবিনশ্বর হয়ে থাকবে

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ট পুত্র শেখ রাসেল ছিলো বুদ্ধিদীপ্ত এক শিশু। পনের আগস্ট সংগঠিত ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই লোমহর্ষক বর্বর হত্যাকান্ডে নিহত শেখ রাসেল ইতিহাসের পাতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী এক বেদনাবিদুর চরিত্র হয়ে থাকবে। সেই কাহিনী মানুষকে আজীবন কাঁদাবে। চট্টগ্রামে হাটহাজারীস্থ মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত পৃথক দুইটি আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় ১৮ অক্টোবর আলোচনাসভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক ও এসডিপি বিভাগের ফোকাল পারসন মোঃ নাছির উদ্দিন'র সঞ্চালনা ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা সৈয়দ মোঃ হাসান শাহ, সমাজসেবক মোঃ মনজুর আলম, ইছাপুর ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি আনোয়ারুল আজিম মাসুম, মোঃ দিদারুল আলম প্রমুখ। আলোচনার শুরুতে জন্মদিনের কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

অন্যদিকে একইদিন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবক ও প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস. এম. সরওয়ার্দী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সন্ধানী'র ডাঃ সৈয়দা রোকসানা তাসনিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। সভাশেষে সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট মোটিভেশন প্রোগ্রামসহ ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। বক্তাগণ শেখ রাসেল দিবসের মাধ্যমে সকল প্রকার শিশু নির্যাতন বন্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যেতে যুবসমাজসহ সকলকে আহবান জানান। উভয়স্থানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারীতে প্রতিবন্ধিতা জরিপে অন্তর্ভূক্তিকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তারা

কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়

প্রতিবন্ধিতা কোন অভিশাপ নয়, মহান সৃষ্টি কর্তা প্রদত্ত একটি সীমাবদ্ধতা। প্রতিবন্ধি ব্যক্তি আমাদের ভাই, সন্তান ও বন্ধু তাদেরকে বাদ দিয়ে সমাজ,জাতি তথা রাষ্ট্রের সফলতা ম্লান হয়ে থাকবে। সকল ধরনের প্রতিবন্ধিদের সাথে তাদের চাহিদা মত আচরন,সম্মান ও সুযোগ দিয়ে জাতীয় মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ এখন সময়ের দাবি। "কাউকে বাদ দিয়ে নয়" এই মূল দর্শনকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা-২০৩০ এর অভিযাত্রা। অভিযাত্রার কাঙ্খিত ঠিকানায় পৌছার ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া,পিছিয়ে রাখা, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩" অনুযায়ী সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সকল স্তরের শ্রেণী, পেশার মানুষ,পরিবার ও সমাজ একযোগে কাজ করতে হবে। গত ০৪ নভেম্বর হাটহাজারী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে পিকেএসএফ'র সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় প্রতিবন্ধিতা জরিপে অন্তর্ভূক্তিকরণ বিষয়ক "মতবিনিময় সভা" ও "সনাক্তকরণ ক্যাম্পেইন" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল'র পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। মতবিনিময় সভায় সম্মানীয় অতিথি ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'র আবাসিক মেডিকেল অফিসার সোহনিয়া আকতার বিল্লাহ্। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাইদা আলম, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। প্রকল্পের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান ও সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল'র ব্যবস্থাপক ও এসডিপি ফোকাল মোঃ নাছির উদ্দিন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য বক্তব্য প্রদান করেন দৈনিক পূর্বকোণ হাটহাজারী প্রতিনিধি মোঃ খোরশেদ আলম শিমুল ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, ইমাম, সমাজ প্রতিনিধি, সাংবাদিক,বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা,প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, অভিভাবকসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপন

আমার অধিকার, আমার কর্তব্য: দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে, দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করে দেশের উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করতে হবে। একটি সামাজিক ব্যাধি, দুর্নীতিকে না বলতে হলে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। আসুন আমরা আজকেই শপথ করি, দুর্নীতিকে না বলি। সমাজ ও পরিবার থেকেই দুর্নীতিকে না বলা চর্চা শুরু করতে হবে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীকার আন্দোলনে প্রবীণ আর যুবদের আছে গৌরবাজ্জল ইতিহাস। বর্তমান সময়েও তাই দুর্নীতি রোধে প্রবীণদের, যুবদের এগিয়ে আসতে হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যুবরাই দেশের সকল ক্রান্তিকালের কান্ডারী। আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। "আমার অধিকার, আমার কর্তব্য: দুর্নীতিকে না বলুন" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি এসএম সরওয়ার্দী'র ও যুব ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মুজিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, ৪নং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হাসেম, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও মাস্টার মোঃ শফিউল আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা মো: আমিনুর রহমান রাজু, প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মোঃ এহসানুল হক, শিক্ষানুরাগী সুলতান উল আলম চৌধুরী, ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার রাজা তালুকদার, বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া, ইউপি সচিব মো: আবু তৈয়ব, যুব ওয়ার্ড কমিটির সদস্য মো: তারেক, অর্পিতা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাধারণ মানুষ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রবীণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসুচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল'র সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ০২ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয় প্রাঙ্গন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। এ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফের নেতৃত্বে উভয় ইউনিয়নের নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ইউনিয়নের বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও Diversity for Peace প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও ০১ নভেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের পরিচালক ফরিদুর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২১ পালিত

"কোভিডোত্তর বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গত ০৩ ডিসেম্বর ব্র্যাক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সহযোগিতায় ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসুচির আয়োজনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২১ টাইগারপাস রেলওয়ে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হয়। মোহাম্মদ শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিবন্ধী শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র‍্যালী, ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানসহ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন কোঅর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের ট্রেইনার জোবায়দুর রশীদ, সুপারভাইজার আসাদ চৌধুরী, ব্র্যাকের কর্মকর্তা আব্দুল আলী, স্বপ্নীল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী শিকদার, প্রত্যয়ের নির্বাহী প্রধান নেসার উদ্দিন নাজমুল, মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুরা হলো- শারমীন আক্তার, শিলা আক্তার ও আলী আহমদ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গুমানমর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ১২ ডিসেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের বালুখালী মাদ্রাসা প্রাঙ্গন ও ২৩ ডিসেম্বর মেখল ইউনিয়নের মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মেডিসিন, নাক, কান, গলা এবং ডায়বেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২৩৬জন ও মেখল ইউনিয়নের ১৯৩ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গত তিন মাসে ১২৭টি স্ট্যাটিক ও ২৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০৬৮জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৫০০জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৮৪টি। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ৩১২১টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৬২০০টি, পুষ্টিকণা ১৩৫০টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৬৭১০টি বিতরণ করা হয়।

মেখল ইউনিয়নে যুব সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত;

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ২৮ ডিসেম্বর ৮নং ওয়ার্ড হামজা দীঘিরপাড় সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর কার্যালয়ে মেখল ইউনিয়নের সংগঠিত যুবদের নিয়ে অর্ধবার্ষিক ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যুবদের কি কি দায় দায়িত্ব ও ভূমিকা রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় ৪৫জন যুব প্রতিনিধি ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ১৪৫জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২,১৭,৫০০/- (দুই লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকা বয়স্কভাতা ও ০২জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৬২জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Micro Enterprise & Financial Analysis	০৪-০৭ অক্টোবর	০১	পিকেএসএফ
Risk Management Toolkits for MFIS	০৫-০৭ অক্টোবর	০১	সিডিএফ
TOT on Stress Management & Human Communication	২৪-২৭ অক্টোবর	০২	পিকেএসএফ
Social Media engagement Training	২৩ অক্টোবর - ২৭ নভেম্বর	০২	ইউএনডিপি
Training on Stress Management, Effective Human Communication and Microfinance Program	০৯-১০ নভেম্বর	৪১	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Peace talk café Building Bridges: Connective Development and private sectors for Digital Peace	৩০ ডিসেম্বর	০১	ইউএনডিপি

সরকার ঘোষিত কোভিড গণটিকা কার্যক্রমে ঘাসফুল এর অংশগ্রহণ

গত তিনমাসে সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল-এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১০০০ জন এবং ০৬টি গার্মেন্টস- ম্যাপস স্পোর্টস ওয়্যার লিঃ এ ৪০০ জন, রয়েল এ্যাপররেলসে ৩০০ জন, রিজি ও টপস্টার গার্মেন্টসে ৭০০ জন, রিজি নীট গার্মেন্টসে ৩০০ জন ও কে গার্মেন্টসে ৫০০ জন মোট ৩২০০ জনকে কোভিড টিকা প্রদান করে।

টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু। এছাড়া ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ১১-১৪ডিসেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিকে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পেইন চলাকালীন ৬মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। এসময় ৬-১১ মাস বয়সী ৫১০জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ২০০০জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ২৫১০জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২১
সমতার বাংলাদেশ, এইডস ও অতিমারী হবে শেষ

'সমতার বাংলাদেশ, এইডস ও অতিমারী হবে শেষ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল এসে শেষ হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডাঃ হাসান শাহরিয়ার কবীর। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৮৪৫জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭৪জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৪৯২জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৭০৬জন
হেলথ কার্ড	১৬০৫টি

ঘাসফুল স্টাফ কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানের টাকা হস্তান্তর

গত ১১ নভেম্বর ঘাসফুল স্টাফ কল্যাণ তহবিল হতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অনুদানের চেক নিয়ামতপুর শাখার (শাখা কোড-১২) জুনিয়র অফিসার মৃত সোহাগ বাবুর পিতার কাছে হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলার ইউএনও মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নাঈম, সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য সোহাগ বাবু গত ০৪ অক্টোবর ২০২০ সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৯ মার্চ ২০২১ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম'র উপকারভোগী সদস্যদের আমানত ফেরত

গত ১১ অক্টোবর নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ৩টি (তিন) শাখার ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম'র ৫(পাঁচ) জন উপকারভোগী সদস্যদের মেয়াদী আমানতের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় লভ্যাংশসহ মোট ১,০৭,৬০০ (এক লক্ষ সাত হাজার ছয়শত টাকা) ফেরত প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলে পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দীন ও রেহেনা বেগম এবং শাখা ব্যবস্থাপকসহ শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

সমিতির সংখ্যা	৫০৭৪
সদস্য সংখ্যা	৭১৪৮৮
সঞ্চয় স্থিতি	৭৪০৯০৭৩৩৯
ঋণ গ্রহীতা	২৬৩৬০৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৯৯২৫৫৭৪৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৮১৬৩৭১৪১৯৪
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৭৬১৮৬০৫০৬
বকেয়া	১৯৮২৩৬৩৮৩
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৯২জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২৬,১৮,৬৯৬/-(ছাব্বিশ লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত ছিয়ান্নব্বই) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৯,৫৪,১৮৩/- (নয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত তিরাশি) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৫,০৬০০০/- (পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার) টাকা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মেলায় ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ.... শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল আয়োজিত হাটহাজারীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মেলার অঙ্গীকার হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের আমরা আপনাদের সাথে নিয়ে কঠিন হাতে দমন করবো। সংস্থার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মো: ফরিদুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী পুজা উদযাপন পরিষদের সুজন তালুকদার, আল্লামা দোস্ত মু.ফাউন্ডেশন'র সাধারণ সম্পাদক মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জুন্নুরাইন, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া , হাউজ চার্চ অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি ফাষ্টার মানিক গাইন, হাটহাজারী শান্তি বৌদ্ধ বিহার এর সুপলবংশ মহাথের, হাটহাজারী হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ'র সভাপতি গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও চবি. সিনেট সদস্য ফরিদ আহমদ এবং আওয়ামীলীগ নেতা ও সিডিএ সদস্য ইউনুস গণি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ছিপাতলী মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা শফিউল আজম আলকাদেরী, গুমানমর্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন চৌধুরী, হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম। সভাপতির বক্তব্যে ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী বলেন, সংখ্যাগরিষ্ট বা লঘিষ্ট কোন বিষয় নয়, ন্যায্য অধিকার আদায়ই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্র তথা সরকারেরই দায়িত্ব। বৈষম্যহীন অসমতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞান মনস্ক বাংলাদেশ গড়াই হোক আজকের এ সম্প্রীতি মেলার অঙ্গীকার। এ ভূমি তোমার আমার, এসো বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি সম্প্রীতির বন্ধনে। আলোচনাপর্ব শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এছাড়াও হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদবাদস্থ ত্রিপুরা পাড়া থেকে বর্ণিল পোষাকে শতাধিক নারী পুরুষ মেলায় যোগ দেয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ নানা জাত ও পেশার মানুষের পদভারে মেলাঙ্গণ সার্বক্ষনিক মুখরিত থাকে। মেলায় স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিক,শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলার আয়োজক উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল মনে করছে, এধরণের বিভিন্ন সৃজনশীল আয়োজনের ফলে মানুষে মানুষে ভোদাভেদ দুর হবে, সম্প্রতি, সৌহার্দ্য বিরাজ করবে পাড়ায় পাড়ায়। যেখানে সবাই সকল ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ'২১..... শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশে শিশু সুরক্ষার আইন রয়েছে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে, ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত হেড মিউকোসাল ইমোনোলজি এন্ড ভ্যাকসিনোলজি ইউনিট, আইসিডিডিআরবি'র সিনিয়র সাইন্টিস্ট ড. ফেরদৌসী কাদরী বলেন, বাংলাদেশে টিকা নেওয়া পর শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমেছে তবে রোগের প্রকোপ বেড়েছে, প্রযুক্তিগত উপকরণের অভাবে শিশুদের দ্রুত রোগনির্ণয় অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে। আলোচনায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ঘাসফুলের প্রধান উপদেষ্টা ডা. সাদিয়া আফরোজ চৌধুরী বলেন, করোনাতে মানুষের আয় কমেছে, যার প্রভাব পড়ছে শিশুদের উপর। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. নায়লা জামান খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, " বাংলাদেশ বহুল জনসংখ্যার দেশ, এখানে নবীনদের দায়িত্ব নিতে হবে, তবেই বাংলাদেশ আগাবে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের ৮০% সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। এটা পর্যাপ্ত নয়, দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে আরো কাজ করতে হবে। প্যানেল আলোচক সিনেসিস হেলথ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন'র প্রধান নির্বাহী ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন "করোনায় মানুষ যখন ঘরবন্দী তখন তড়িঘড়ি করে বিভিন্ন সার্ভিস শুরু হয়েছে, আমরা ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষকে সার্ভিস দিয়েছি। করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১% শিশু। কোভিডের শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কোভিডে বেড়েছে বাল্যবিবাহ, স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে অনেক শিশু, শিশুদের সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে অনেক। পদ্ধতিগতভাবেও আগাতে হবে সমন্বয়ের মাধ্যমে। শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে সুস্থ শিশু ও সুস্থ পরিবার মাথায় রেখে। কোভিডের পর এখন নতুন সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তন, যা শিশু বেড়ে উঠা ও সুরক্ষার অন্তরায়, নদী ও লিভিং সিচুয়েশন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উন্নয়নে এ বিষয়গুলো ভাবতে হবে। যেহেতু ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি গোল অর্জন করতে হবে শিশু সুরক্ষা বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্যানেল আলোচক সাবেক সচিব ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য মাফরুহা সুলতানা বলেন, শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কোভিডের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা নিরুপনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। ওয়েবিনারের বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় নয়টি (০৯) সুপারিশ উঠে আসে। সুপারিশমালাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ১. শিশু সুরক্ষায় শুধুমাত্র প্রকল্পের উপর নির্ভর না করে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। ২. শিশুশ্রম নিরসনে সেক্টরভিত্তিক ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার জন্য সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমুহের সাথে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। ৩. বিদ্যমান বিভিন্ন শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলোকে সচল করে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ৪. শিশু সুরক্ষায় এলাকাভিত্তিক জরিপ, গবেষণা ও প্রতিবেদন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৫. কোভিড ২০১৯ এর ফলে ব্যাহত শিশুর স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ ও সচেতনতা বাড়াতে হবে। ৬. স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা নিরুপন করে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৭. মুল শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষায় সুযোগ বাড়াতে হবে। ৮. শিশুদের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়তে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ৯. কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি'র সাহায্যে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষায় যথাযথ উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি'র ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার আনজুমান বানু লিমা, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা চট্টগ্রাম'র মো. নূরুল আবছার ভূঁঞা, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'র পরিচালক আবদুস শহিদ মাহমুদ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'র চাইল্ড প্রোটেকশন -সমন্বয়কারী রাফিজা শাহীন, ব্লুম চিটাগাং'র প্রতিষ্ঠাতা তাসনিম আবেদীন, ওয়ার্ল্ড ভিশন'র ম্যানেজার শ্যামল ফ্রান্সিস রোজারিও, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম(পরিদর্শক সাধারণ) বিশ্বজিৎ শর্মা, ইউসেপ বাংলাদেশ চট্টগ্রাম'র জয় প্রকাশ বড়ুয়া, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম'র প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, ইপসা'র মোহাম্মদ আলী শাহিন। উপস্থিত ছিলেন- ঘাসফুল উপদেষ্টা সদস্য সুরাইয়া জান্নাত এফসিএ, ঘাসফুল এর নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ, কলকারখান প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাকিব মোবাররাত, আইএলও'র ঢাকার প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম মুকুল, ব্র্যাকের বিভাগীয় প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি মো: শহিদুল ইসলাম, মণিষার নির্বাহী পরিচালক আজমল হোসেন হিরু,উপকুলের প্রধান নির্বাহী জোবায়ের ফারুক লিটন, সংশপ্তকের অগ্রদূৎ দাশগুপ্ত, বিশ্বাস যুব সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী শফিউল বাশার, অপরাজেয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি জিনাত আরা বেগম,স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী শিকদার, আইডিএফ প্রতিনিধি মাকসুদ, বাসাস'র সিনিয়র করসপন্ডেন্ট রাশেদুল হাসান, সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির, উপাধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার, সিআইইউ'র শিক্ষার্থী রোকসানা সাথী প্রমুখ।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২১ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৯ বছর

ঘাসফুল আয়োজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মেলায় ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

“সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকার”

ডাইভারসিটি ফর পিস প্রকল্প সংবাদ

ইউএনডিপি ও হারস্টোরী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গত ০৪ ডিসেম্বর ঘাসফুল এর আয়োজনে চট্টগ্রামে হাটহাজারীর পার্বতী মডেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ডাইভারসিটি ফর পিস প্রকল্পের আওতায় যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, সকল জাতিগোষ্ঠী ও শ্রেণী-পেশার মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তীতে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম বিধায় সংবিধানে প্রতীক অর্থে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হলেও বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িকতা নেই এবং সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কতিপয় দুর্বৃত্ত কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গাটা নষ্ট করার অপচেষ্টা চালায় মাত্র। আপনারা লক্ষ্য করবেন পৃথিবীর উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানদের শপথ নিতে হয় বিশেষ ধর্মীয় গ্রন্থের উপর হাত রেখে কিন্তু বাংলাদেশে সে সবের বালাই নেই।

◢ বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ’২১ উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত ওয়েবিনারে বক্তারা

কোভিডকালীন শিক্ষার ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নিতে জরুরী উদ্যোগ প্রয়োজন

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে গত ৯ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষে এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী’র সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২১ এবং এর প্রতিপাদ্য : ‘শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি’- এটি এক যথার্থ শ্লোগান শিশুদের উন্নয়নে। তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। এরপর “শিশুদের পরাণ” শীর্ষক ঘাসফুলের শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মাননীয় সাংসদ এরোমা দত্ত এমপি। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে একজন মানুষ হিসেব শুধুমাত্র নিজেদের কাজের দায়িত্ব থেকে নয়, দায়িত্বের বাইরে গিয়েও সমাজে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করতে হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির মাধ্যমে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষায় যথাযথ উদ্যোগ বাড়াতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও ইউসেপ বাংলাদেশ’র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল করিম বলেন, “শিশুর সুরক্ষায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্র মিলে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। স্কুলে মূলশিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে।

◢ বাকী অংশ ১তম ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org